যুগান্তর

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ...

APR. 06 2002

হাজী দানেশ কৃষি কলেজ : যে কথা যায় না বলা

হাজী মোঃ দানেশ কৃষি কলেজ, দিনাজপুর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) ময়মনসিংহের একটি অধিভুক্ত কলেজ। এখানে অর্ধশতাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন, অধিকাংশই বাকৃবি থেকে পাস করা। প্রফেসর পর্যায়ের সিনিয়র কোন শিক্ষক এখানে একজনও নেই। মুষ্টিমেয় দু'চারজন সহযোগী ছাড়া সবাই লেকচারার ও অ্যাসিস্টান্ট প্রফেসর। বাকৃবি প্রণীত সিলেবাস ও কারিকুলামের ভিত্তিতে অদ্যাবধি B.Sc.Ag. ডিগ্রি কোর্স এখানে চালু আছে বটে কিন্তু এর শিক্ষাদান ও পরীক্ষা পদ্ধতির প্রকৃত মান যাচাই এবং যুগোপযোগী ও বাস্তব কোন ধারা আজও গড়ে ওঠেনি। বাকৃবিতে প্রায় প্রতিটি বিভাগে এক একটি বিষয়ের ওপর পিএইচডি ডিগ্রিধারী এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞ শিক্ষক রয়েছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা দেশ-বিদেশ থেকে লব্ধজ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দান করে থাকেন। কিন্তু কৃষি কলেজে একজন জুনিয়র শিক্ষককে একই বিভাগে প্রায় সব বিষয়ের ওপরই পড়াতে হয়। এক্ষেত্রে সম্মানিত শিক্ষকরা যাতে শিক্ষকতায় নিজেদের মানোন্নয়ন করতে পারেন তার প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাও এখানে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা ক্ষীণ। তাই বাকৃবি ও এখানকার ছাত্রছাত্রীদের একই মানের সার্টিফিকেট দেয়া হলেও তাদের শিক্ষার গুণগত মানে পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। শুধু তাই নয়, বাকৃবি প্রণীত পরীক্ষা পদ্ধতি কৃষি কলেজে চালু থাকলেও এ ব্যাপারে যেসব কথা সাধারণত বলা যায় না তার কিছু কথা না বললেই নয়। একটি বর্ষে একটি বিষয়ে তাত্ত্বিক ১০০ ও ব্যবহারিক ৫০, মোট ১৫০ নম্বরের পরীক্ষা তিনটি পর্যায়ে গৃহীত হয়ে থাকে। কোর্স চলাকালীন দুটি পিরিওডিক্যাল এবং কোর্স শেষে একটি বার্ষিক পরীক্ষা। প্রথম ও দ্বিতীয় পিরিওডিক্যাল পরীক্ষায় তাত্ত্বিক (১০+১০=২০) ব্যবহারিক (৫+৫=১০) মোট ৩০ নম্বরের পরীক্ষা কোন বহিঃস্থ (external) পরীক্ষক ছাড়াই সম্পূর্ণভাবে সংশ্লিষ্ট শ্রেণী শিক্ষকের আওতাধীন এবং বাকি তাত্ত্বিক ৮০ ও ব্যবহারিক ৪০ মোট ১২০ নম্বরের বার্ষিক পরীক্ষা সাধারণত বাকৃবি নিয়োগকৃত বহিঃস্থ পরীক্ষকের সুপারভিশনে হয়ে থাকে। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, কৃষি কলেজে পিরিওডিক্যাল পরীক্ষায় কোন বহিঃস্থ পরীক্ষক না থাকায় এবং তা সম্পূর্ণ শ্রেণী শিক্ষকের আওতাধীন থাকায় পরীক্ষা ও পরীক্ষক উভয়ই ছাত্রছাত্রীদের দাপটের কাছে জিম্মি হয়ে থাকে। পরীক্ষাটি যথার্থভাবে নেয়া হল কি হল না তা বড় কথা নয়, বড় কথা হল শ্রেণীশিক্ষক তাদের মনঃপূত নম্বর দিলেন কিনা। এমন প্রায়ই দেখা যায় তাত্ত্বিক ১০-এর মধ্যে কমপক্ষে ৮ এবং ব্যবহারিক ৫-এর মধ্যে কমপক্ষে ৪ নম্বর না দিলে সংশ্লিষ্ট শ্রেণীশিক্ষকসহ প্রিন্সিপালকেও লাঞ্ছিত হতে হয়। ফলে দেখা যায় পিরিওডিক্যাল পরীক্ষায় এখানকার ছাত্রছাত্রী বাকৃবি ছাত্রছাত্রীদের তুলনায় অনেক বেশি নম্বর পেয়ে থাকে।

দীর্ঘদিন যাবৎ হাজী মোঃ দানেশ কৃষি কলেজের সম্মানিত শিক্ষক, শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রশাসনসহ সার্বিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে কালো থাবায় আবদ্ধ। প্রিন্সিপাল মহোদয় নিজেও কোন না কোন অজুহাতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শিক্ষকের ওপর দায়িত্বভার দিয়ে বছরের প্রায় অধিকাংশ সময়ই অবস্থান করে থাকেন ক্যাম্পাসের বাইরে নিরাপদ দূরত্বে। যত ধকল সইতে হয় অন্যান্য শিক্ষকসহ ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপালকে। জুলাই ৮, ২০০১ সরকারি গেজেট অনুযায়ী হাজী মোঃ দানেশ কৃষি কলেজটি হাজী মোঃ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। তবে অদ্যাবধি এর কোন প্রজ্ঞাপন জারি এবং ভিসি নিয়োগ হয়নি। ইতিমধ্যে দুটি ব্যাচে ২৫০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে আজ পর্যন্ত যাদের কোন ক্লাস বা পরীক্ষা গৃহীত হয়নি। পরবর্তী ব্যাচে ভর্তির সময় চলে যাচ্ছে। এ নিয়েও ইতিমধ্যে বহু লেখালেখি, চেষ্টা-তদবির এবং ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে আন্দোলন হয়েছে। সবই যেন হিমাগারে পড়ে আছে।

এই প্রতিষ্ঠানটি যদি সত্যিই দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য চালু রাখতে হয় তবে অবিলম্বে প্রজ্ঞাপনসহ এমন একজন সৎ, একনিষ্ঠ, নির্ভীক ও যোগ্য ব্যক্তিকে ভিসি হিসাবে নিয়োগ দেয়া দরকার।

প্রফেসর ড. একিউএম বজলুর রশীদ
উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ